শ্রীমনঃশিক্ষা

(শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীপাদ বিরচিত)

গুরৌ গোষ্ঠে গোষ্ঠালয়িষু সুজনে ভূসুরগণে

স্বমন্ত্রে শ্রীনাম্নি ব্রজনবযুবদ্বন্দ্বশরণে।

সদা দম্ভং হিত্বা কুরু রতিমপূর্বামতিতরা-

ময়ে স্বান্তর্ভ্রাতশ্চটুভিরভিযাচে ধৃতপদ ॥ ১ ॥

হে ভ্রাতঃ মন! তুমি দম্ভ পরিহারপূর্বক শ্রীগুরুদেব, শ্রীবৃন্দাবন ধাম, শ্রীব্রজবাসিগণ, সজ্জনগণ, বিপ্রগণ, ইষ্টমন্ত্র, শ্রীনাম এবং শ্রীরাধাকৃষ্ণরূপ রক্ষকের প্রতি সর্বদা অপূর্ব ও অতিশয় অনুরাগ ধারণ কর। আমি তোমার চরণ ধারণপূর্বক চাটুবাক্য সমূহের দ্বারা ইহা প্রার্থনা করিতেছি ॥ ১ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরকৃত 'মনশিক্ষা-ভাষা'

শ্রীশ্রীগুরুচরণেভ্যো নমঃ।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ ॥

শ্রীরঘুনাথদাস-গোস্বামীচরণেভ্যো নমঃ ॥

ব্রজধাম নিত্যধন রাধাকৃষ্ণ দুইজন

লীলাবেশে একতনু হঞা।

ধাম-সহ গৌড়দেশে প্রকট হইলা এসে

নিজ নিত্য পারিষদ লঞা ॥

মন! তুমি সত্য বলি জান।

নবদ্বীপে গৌরহরি নাম-সংকীর্তন করি'

প্রেমামৃত গৌড়ে কৈল দান ॥

সন্ন্যাসের ছল করি' নীলাচলে সেই হরি

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যতীশ্বর ॥

দামোদর, রামানন্দ লয়ে করি পরানন্দ

গূঢ়তত্ত্ব জানায় বিস্তর ॥

রঘুনাথে সেই তত্ত্ব শিখাইয়া পরমার্থ,

পাঠাইলা শ্রীরূপের কাছে।

শ্রীদাস-গোস্বামী ব্রজে রূপ-সহ কৃষ্ণ ভ'জে

মনঃশিক্ষা-শ্লোক লিখিয়াছে ॥

তাহার দাসের দাস হৈতে যার বড় আশ

এ ভক্তিবিনোদ অকিঞ্চন।

মনঃশিক্ষা-ভাষা গায় যথা শুদ্ধভক্ত পায়

দয়া করি' করেন শ্রবণ ॥

(১)

গুরুদেবে ব্রজবনে ব্রজভূমিবাসী-জনে

শুদ্ধভক্তে আর বিপ্রগণে।

ইষ্টমন্ত্রে, হরিনামে যুগল ভজন কামে

কর রতি অপূর্ব যতনে ॥

ধরি মন চরণে তোমার।

জানিয়াছি এবে সার কৃষ্ণভক্তি বিনা আর

নাহি ঘুচে জীবের সংসার ॥

কর্ম, জ্ঞান, তপঃ, যোগ সকলই ত' কর্মভোগ

কর্ম ছাড়াইতে কেহ নারে।

সকল ছাড়িয়া ভাই　　　শ্রদ্ধাদেবীর গুণ গাই

যাঁর কৃপা ভক্তি দিতে পারে ৷৷

ছাড়ি দম্ভ অনুক্ষণ　　স্মর অষ্টতত্ত্ব মন

কর তাহে নিষ্কপট রতি।

সেই রতি-প্রার্থনায়　　শ্রীদাসগোস্বামী-পায়

এ ভক্তিবিনোদ করে নতি ৷৷ ১ ৷৷

(২)

ন ধর্মং নাধর্মং শ্রুতিগণনিরুক্তং কিং কুরু

ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-প্রচুর-পরিচর্য্যামিহ তনু।

শচীসূনুং নন্দীশ্বরপতিসুতত্বে গুরুবরং

মুকুন্দ-প্রেষ্ঠত্বে স্মর পরমজস্রং ননু মনঃ ৷৷ ২ ৷৷

হে মন! তুমি বেদবিহিত ধর্ম বা বেদনিষিদ্ধ অধর্মের অনুষ্ঠান করিও না, পরন্তু ইহলোকে ব্রজধামে অবস্থানপূর্বক শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রভূত সেবা বিস্তার কর এবং শ্রীশচীনন্দনকে শ্রীকৃষ্ণজ্ঞানে ও শ্রীগুরুদেবকে শ্রীকৃষ্ণপ্রেষ্ঠজ্ঞানে নিরন্তর স্মরণ কর ৷৷ ২ ৷৷

ধর্ম বলি বেদে যারে　　　এতেক প্রশংসা করে

অধর্ম বলিয়া নিন্দে যারে।

তাহা কিছু নাহি কর　　　ধর্মাধর্ম পরিহর

হও রত নিগূঢ় ব্যাপারে ৷৷

যাচি মন! ধরি’ তব পায়।

সে সকল পরিহরি’　　　ব্রজভূমে বাস করি’

রত হও যুগলসেবায় ৷৷

শ্রীশচীনন্দন-ধনে　　　শ্রীনন্দনন্দন-সনে

এক করি' করহ ভজন।

শ্রীমুকুন্দ-প্রিয়জন গুরুদেবে জান মন

তোমা-লাগি' পতিতপাবন ॥

জগতে প্রকট ভাই তাঁহা বিনা গতি নাই

যদি চাহ আপন কুশল।

তাঁহার চরণে ধরি' তদাদেশ সদা স্মরি'

এ ভক্তিবিনোদে দেহ বল ॥ ২ ॥

(৩)

যদীচ্ছেরাবাসং ব্রজভূমি সরাগং প্রতিজনু-

র্যুবদ্বন্দ্বং তচ্চেৎ পরিচরিতুমারাদভিলষেঃ।

স্বরূপং শ্রীরূপং সগণমিহ তস্যাগ্রজমপি

স্ফুটং প্রেম্না নিত্যং স্মর নমঃ তদা ত্বং শৃণু মনঃ ॥ ৩ ॥

হে মন! শ্রবণ কর, যদি তুমি প্রতি জন্মে অনুরাগযুক্ত হইয়া ব্রজধামে নিবাস এবং শ্রীরাধাকৃষ্ণের শীঘ্র সেবা বিষয়ে অভিলাষ কর, তাহা হইলে সগণ শ্রীরূপগোস্বামী এবং তদাগ্রজ শ্রীসনাতন গোস্বামীকে সর্বদা ভক্তিসহকারে স্মরণ ও নমস্কার কর ॥ ৩ ॥

রাগাবেশে ব্রজধাম- বাসে যদি তীব্রকাম

থাকে তব হৃদয়-ভিতরে।

রাধাকৃষ্ণ-লীলারস পরিচর্য্যা-সুলালস

হও যদি নিতান্ত অন্তরে ॥

বলি তবে শুন মম মন।

ভজনচতুরবর শ্রীস্বরূপ-দামোদর

প্রভুসেবা যাঁহার জীবন ॥

সগন-শ্রীরূপ-যিনি　　　　রসতত্ত্ব জ্ঞানমণি

লীলাতত্ত্ব যে কৈল প্রকাশ।

তাঁহার অগ্রজ ভাই　　　　যাঁহার সমান নাই

বর্ণিল যে যুগলবিলাস ॥

সেই সব মহাজনে　　　　স্পষ্ট প্রেম বিজ্ঞাপনে

স্মর, মন তুমি নিরন্তর।

ভক্তিবিনোদের নতি　　　　মহাজনগণ প্রতি

বিজ্ঞাপিত করহ সত্বর ॥ ৩ ॥

(৪)

অসদ্বার্ত্তা-বেশ্যা বিসৃজ মতিসর্বস্বহরণীঃ

কথা মুক্তিব্যাঘ্রা ন শৃণু কিং সর্বাত্মগিলনীঃ।

অপি ত্যক্ত্বা লক্ষ্মীপতিরতিমিতো ব্যোমনয়নীং

ব্রজে রাধাকৃষ্ণৌ স্বরতিমণিদৌ ত্বং ভজ মনঃ ॥ ৪ ॥

হে মন! তুমি কৃষ্ণেতর অসৎকথা রূপা বেশ্যাকে পরিত্যাগ কর, যেহেতু উহা বুদ্ধিরূপ সর্বস্ব অপহরণ করিয়া থাকে। এইরূপে মুক্তিস্বরূপা ব্যাঘ্রীর কথাও শ্রবণ করিও না, যেহেতু উহা সর্বশরীর গ্রাস করিয়া থাকে। অপিচ যে লক্ষ্মীনারায়ণ-ভক্তি এই ব্রজধাম হইতে পরব্যোমে লইয়া যায়, তাহাও পরিত্যাগপূর্বক ব্রজধামে রাধাকৃষ্ণের উপাসনা কর; যেহেতু ঐ রাধাকৃষ্ণ হৃদয়মধ্যে প্রেমমণি প্রদান করেন ॥ ৪ ॥

কৃষ্ণবার্তা বিনা আন　　　　‘অসদ্বার্ত্তা’বলি জান

সেই বেশ্যা অতি ভয়ঙ্করী।

শ্রীকৃষ্ণবিষয়া মতি　　　　জীবের দুর্লভ অতি

সেই বেশ্যা মতি লয় হরি’ ॥

শুন মন! বলি হে তোমায়।

'মুক্তি'-নামে শার্দুলিনী তার কথা যদি শুনি

সর্বস্বসম্পত্তি গিলি খায় ॥

তদুভয় ত্যাগ কর মুক্তিকথা পরিহর

লক্ষ্মীপতিরতি রাখ দূরে।

সে রতি প্রবল হলে পরব্যোমে দেয় ফেলে

নাহি দেয় বাস ব্রজপুরে ॥

ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-রতি অমূল্য-ধনদ অতি

তাই তুমি ভজ চিরদিন।

রূপ-রঘুনাথ-পায় সেই রতি প্রার্থনায়

এ ভক্তিবিনোদ দীনহীন ॥ ৪ ॥

(৫)

অসচেষ্টা-কষ্টপ্রদ-বিকটপাশালিভিরিহ

প্রকামং কামাদি-প্রকটপথপাতিব্যতিকরৈঃ।

গলে বদ্ধা হন্যেহমিতি বকভিদ্বর্ত্মপগণে

কুরু ত্বং ফুৎকারানবতি স যথা ত্বাং মন ইতঃ ॥ ৫ ॥

হে মন! কাম প্রভৃতি কুপথপ্রাপক বঞ্চকগণ-কর্তৃক আমি গলদেশে অসৎ-চেষ্টারূপ ক্লেশদায়ক পাপসমূহ দ্বারা আবদ্ধ হইয়া বিনষ্ট হইতেছি; অতএব তুমি বকশত্রু নন্দনন্দনের বর্ত্মরক্ষক শ্রীবৈষ্ণবগণকে এরূপভাবে কাতরস্বরে আহ্বান কর, যাহাতে তাঁহারা তোমাকে উহা হইতে রক্ষা করে ॥ ৫ ॥

কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ মদ-মৎসরতা-সহ

জীবের জীবন-পথে বসি।

অসচ্চেষ্টা রজ্জুফাঁসে পথিকের ধর্ম্মনাশে

প্রাণ লয়ে করে কষাকষি ॥

মন, তুমি ধর বাক্য মোর।

এই সব বাটপাড় অতিশয় দুর্নিবার

যখন ঘেরিয়া করে জোর ॥

আর কিছু না করিয়া বৈষ্ণবের নাম লঞা

ফুকারিয়া ডাক উচ্চরায়।

বকশত্রু-সেনাগণে কৃপা করি নিজজনে

যাতে করে উদ্ধার তোমায় ॥

বাটপাড় ছয়জন অসচ্চেষ্টা-রজ্জুগণ

দিয়া গলে করিল বন্ধন।

প্রাণবায়ু গত প্রায় রূপরঘুনাথ হায়

কর ভক্তিবিনোদে রক্ষণ ॥ ৫ ॥

(৬)

অরে চেতঃ প্রোদ্যৎকপটকুটিনাটি-ভরখর-

ক্ষরন্মুত্রে স্নাত্বা দহসি কথমাত্মানমপি মাম্।

সদা ত্বং গান্ধর্বা-গিরিধরপদপ্রেমবিলসৎ-

সুধাম্ভোধৌ স্নাত্বা স্বমপি নিতরাং মাঞ্চ সুখয় ॥ ৬ ॥

হে মন! তুমি কি জন্য প্রকৃষ্টরূপে উদীয়মান কপটতা-জনিত কুটিনাটিরূপ গদর্ভের ক্ষরিত মূত্রে স্নান করিয়া নিজেকে এবং আমাকে দগ্ধ করিতেছ? তুমি সর্বদা শ্রীরাধাকৃষ্ণের পাদদ্বন্দ্ব-বিষয়ক প্রেমভক্তিরূপ বিলসমান সুধাসমুদ্রে স্নান করিয়া নিজেকে এবং আমাকে অতিশয় সুখী কর ॥ ৬ ॥

কাম, ক্রোধ আদি করি’ বাহিরে সে সব অরি

আছে এক গূঢ় শত্রু তব।

কপটতা নাম তার তারে কুটিনাটি ভার

খরমূর্ত্তি পরম কিতব ॥

ওরে মন গূঢ় কথা ধর।

সেই খরমূত্রে ভুলে' স্নান করি কুতূহলে

'পবিত্র' বলিয়া মনে কর ॥

বনে বা গৃহেতে থাক সেই খরে দূরে রাখ

যার মূত্রে তুমি আমি জ্বলি।

ছাড়িয়া কাপট্য-বশ যুগলবিলাস-রস-

সাগরে করহ স্নানকেলি ॥

রূপ-রঘুনাথ-পায় এ ভক্তিবিনোদ চায়

দেখিতে যুগলরসসিন্ধু।

জীবন সার্থক করে সর্বজীব-চিত্ত হরে

সেই সাগরের এক বিন্দু ॥

(৭)

প্রতিষ্ঠাশা ধৃষ্টা শ্বপচরমণী মে হৃদি নটেৎ

কথং সাধু-প্রেমা স্পৃশতি শুচিরেতন্ননু মনঃ।

সদা ত্বং সেবস্ব প্রভুদয়িতসামন্তমতুলং

যথা তাং নিষ্কাশ্য ত্বরিতমিহ ত্বং বেশয়তি ॥ ৭ ॥

হে মন! প্রতিষ্ঠাশারূপা ধৃষ্টা শ্বপচরমণী আমার হৃদয়ে নৃত্য করিতেছে, অতএব বিশুদ্ধ সাধুপ্রেম কিরূপে এই হৃদয় স্পর্শ করিবে? তুমি সর্বদা শ্রীকৃষ্ণের ভক্তরূপ অতুলনীয় সামন্তরাজের সেবা

কর, যাহাতে তিনি সেই প্রতিষ্ঠশারূপা ধৃষ্টা শ্বপচরমণীকে হৃদয় হইতে অপসারিত করিয়া সাধুপ্রেমকে তথায় প্রবিষ্ট করাইবেন ॥ ৭॥

কপটতা হইলে দূর প্রবেশে প্রেমের পূর

জীবের হৃদয় ধন্য করে।

অতএব বহু যত্নে আনিবারে প্রেমরত্নে

কাপট্য রাখহ অতি দূরে ॥

শুন মন, নিগূঢ় বচন।

প্রতিষ্ঠাশা ধৃষ্টাধম চণ্ডালিনী হৃদে মম

যতকাল করিবে নর্তন ॥

কাপট্য তদুপপতি না ছাড়িবে মম মতি

শ্বপচিনী যাহে হয় দূর।

তদর্থে যতন করি' প্রভুপ্রেষ্ঠ-পদ ধরি'

সেবা তুমি করহ প্রচুর ॥

তেঁহ প্রভু সেনাপতি বিক্রম করিয়া অতি

শ্বপচিনী-সঙ্গ ছাড়াইয়া।

রাধাকৃষ্ণ-প্রেমধনে দিবে কবে অকিঞ্চনে

বলে ভক্তিবিনোদ কাঁদিয়া ॥ ৭ ॥

(৮)

যথা দুষ্টত্বং মে দবয়তি শঠস্যাপি কৃপয়া

যথা মহ্যং প্রেমামৃতমপি দদাত্যুজ্জ্বলমসৌ।

যথা শ্রীগান্ধর্বা-ভজন-বিধয়ে প্রেরয়তি মাং

তথা গোষ্ঠে কাক্কা গিরিধরমিহ ত্বং ভজ মনঃ ॥ ৮ ॥

হে মন! শ্রীগিরিধর শ্রীকৃষ্ণ যাহাতে কৃপাপূর্বক মাদৃশ শঠভজনের দুষ্টত্ব দূরীভূত করিয়া উজ্জ্বল প্রেমামৃত প্রদান এবং শ্রীরাধিকা-ভজন বিধিতে প্রেরণা উৎপাদন করেন, তুমি এই গোষ্ঠে কাতরোক্তি দ্বারা তাঁহাকে সেইরূপ ভজন কর ॥ ৮ ॥

ব্রজভূমি চিন্তামণি চিদানন্দ-রত্নখনি

যথানিত্য রসের বিলাস।

'জীবে দিব গূঢ় ধন' চিন্তি' কৃষ্ণ বৃন্দাবন

জড়ে আনি' করিল প্রকাশ ॥

কৃষ্ণ মোর দয়ার সাগর।

তুমি মন ব্রজধাম ভ্রমি' ভ্রমি' অবিরাম

ডাক কৃষ্ণে হইয়া কাতর ॥

অবিদ্যা-বিলাসবশে ছিলে তুমি জড়রসে

দুষ্টতা হৃদয়ে পাইল স্থান।

হৈলে তুমি শঠরাজ ভুলিলে আপন কাজ

হৃদয়ে বরিলে অভিমান ॥

এবে উপদেশ শুন গাইয়া যুগলগুণ

গোষ্ঠে গোষ্ঠে করহ রোদন।

দয়া করি গিরিধর শুনিয়া কাকুতি-স্বর

তবে দোষ করিবে শোধন ॥

উজ্জ্বল-রসের প্রীতি শ্রীরাধা-ভজন-নীতি

অনায়াসে দিবেন আমায়।

রূপ-রঘুনাথ-মোরে কৃপা করি অতঃপরে

এই তত্ত্ব গোপনে শিখায় ॥ ৮ ॥

(৯)

মদীশানাথত্বে ব্রজবিপিনচন্দ্রং ব্রজবনে-

শ্বরীং মন্নাথত্বে তদতুলসখীত্বে তু ললিতাম্।

বিশাখাং শিক্ষালীবিতরণ-গুরুত্বে প্রিয়সরো-

গিরীন্দ্রৌ তৎপ্রেক্ষা-ললিতরতিদত্বে স্মর মনঃ ॥ ৯ ॥

হে মন! তুমি বৃন্দাবনচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণকে মদীয় ঈশ্বরী শ্রীরাধিকার নাথরূপে, বৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীরাধিকাকে নিজের নাথরূপে, শ্রীরাধিকার অতুলনীয়া সখীরূপে শ্রীললিতাকে শিক্ষাসমূহের প্রচারণ গুরুরূপে শ্রীবিশাখাকে এবং শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্রীগোবর্ধনকে শ্রীরাধাকৃষ্ণের দর্শন ও ললিত-রতি-প্রদরূপে স্মরণ কর ॥ ৯ ॥

ব্রজবন-সুধাকর ব্রজবনের ঈশ্বর

ব্রজেশ্বরী আমার ঈশ্বরী।

ললিতা তাঁহার সখী তুল্য তার নাহি লিখি

বিশাখা শিক্ষিকা পদ ধরি ॥

এইভাবে ভাব ওরে মন।

রাধাকুণ্ড-সরোবর গোবর্ধন-গিরীশ্বর

রতিপ্রদ তত্ত্ব তদীক্ষণ ॥

ব্রজে গোপীদেহ ধরি মঞ্জরী আশ্রয় করি'

প্রাপ্ত সেবা কর সম্পাদন।

মঞ্জরীর কৃপা হবে সখীর চরণ পাবে

সখী দেখাইবে নিত্যধন ॥

প্রহরে প্রহরে আর দণ্ডে দণ্ডে সেবাসার

করিয়া যুগলধনে ডাক।

সকল অনর্থ যাবে 　　　　 চিদ্বিলাস-রস-পাবে

ভক্তিবিনোদের কথা রাখ ॥ ৯ ॥

(১০)

রতিং গৌরী-লীলে অপি তপতি সৌন্দর্যকিরণৈঃ

শচী-লক্ষ্মী-সত্যাঃ পরিভবতি সৌভাগ্যবলনৈঃ।

বশীকারৈশ্চন্দ্রাবলিমুখ-নবীনব্রজসতীঃ

ক্ষিপত্যারাদ্ যা তাং হরিদয়িতরাধাং ভজ মনঃ ॥ ১০ ॥

হে মন! যিনি সৌন্দর্য্যকিরণসমূহদ্বারা কন্দর্পপ্রিয়া রতিদেবী, শিবপত্নী গৌরীদেবী এবং লীলানাম্নী শক্তিকে তাপ প্রদান করেন, সৌভাগ্যসম্বলদ্বারা শচী; লক্ষ্মী ও সত্যভামা দেবীকে পরিভব করেন এবং স্ব-সুলভ বশীকরণ-ধর্মাদিদ্বারা চন্দ্রাবলী প্রভৃতি নবীন ব্রজসতীগণকে দূরে নিক্ষেপ করিতেছেন সেই শ্রীকৃষ্ণদয়িতা শ্রীরাধাকে ভজন কর ॥ ১০ ॥

সৌন্দর্য-কিরণমালা 　　　　 জিনে, রতি, গৌরী, লীলা

অনায়াসে স্বরূপ বৈভবে।

শচী, লক্ষ্মী, সত্যভামা 　　　　 যত ভাগ্যবতী রামা

সৌভাগ্য-বলনে পরাভবে।

ভজ মন, চরণ তাঁহার।

চন্দ্রাবলী-মুখ যত 　　　　 নবীনা নাগরীশত

বশীকারে করে তিরস্কার ॥

সে যে কৃষ্ণ-প্রাণেশ্বরী 　　　　 কৃষ্ণ-প্রাণাহ্লাদকারী

হ্লাদিনী স্বরূপশক্তি সতী।

তাঁহার চরণ ত্যজি 　　　　 যদি কৃষ্ণচন্দ্র ভজি

কোটিযুগে কৃষ্ণগেহে গতি॥

সখীকৃপা-ভেলা ধরি প্রেমসিন্ধু মাঝে চরি

বৃষভানুনন্দিনী-চরণে।

কবে বা পড়িয়া রব ঈশ্বরীর কৃপা পাব

গণিত হইব নিজ-জনে ॥ **১০** ॥

(১১)

সমং শ্রীরূপেণ স্মর বিবশ-রাধাগিরিভৃতো

ব্রজে সাক্ষাৎ সেবালভনবিধয়ে তদ্‌গণযুজোঃ।

তদিজ্যাখ্যা-ধ্যান-শ্রবণ-নতি-পঞ্চামৃতমিদং

ধয়ন্নীত্যা গোবর্ধনমনুদিনং ত্বং ভজ মনঃ ॥ ১১ ॥

হে মন! তুমি নিজ-গুরুদেব শ্রীরূপের সহিত ব্রজধামে গোষ্ঠে ললিতা সুবলাদিগণযুক্ত, পরস্পরের প্রতি কন্দর্পভাববিবশ শ্রীরাধাকৃষ্ণের সাক্ষাৎ সেবালাভের জন্য প্রত্যহ ভজন-পরিপাটি সহকারে শ্রীযুগলপূজা, নাম, ধ্যান, শ্রবণ এবং প্রণামরূপ পঞ্চবিধ অমৃত পান করিয়া সর্বদা শ্রীগোবর্ধনের আরাধনা কর ॥ **১১** ॥

ব্রজের নিকুঞ্জ-বনে রাধাকৃষ্ণ-সখীসনে

লীলারসে নিত্য থাকে ভোর।

সেই দৈনন্দিন-লীলা বহু ভাগ্যে যে সেবিলা

তাহার ভাগ্যের বড় জোর ॥

মন! যদি চাহ সেই ধন।

শ্রীরূপের সঙ্গ লয়ে তাঁর অনুচরী হয়ে

কর তাঁর নির্দিষ্ট ভজন ॥

হৃদয়ে রাগের ভাবে কালোচিত সেবা পাবে

সদা রসে রহিবে মজিয়া।

বাহিরে সাধন-দেহ　　　　করিবে ভজন-গেহ

নিঃসঙ্গ বা সাধুসঙ্গ লঞা ॥

যুগল-পূজন, ধ্যান　　　　নতি, শ্রুতি, সংকীর্তন

পঞ্চামৃতে সেব গোবর্ধনে।

রূপ-রঘুনাথ-পায়　　　　এ ভক্তিবিনোদ চায়

দৃঢ়মতি এরূপ ভজনে ॥ **১১** ॥

(১২)

মনঃশিক্ষাদৈকাদশকবরমেতন্মধুরয়া

গিরা গায়ত্যুচ্চৈঃ সমধিগত-সর্বার্থততি যঃ।

সযুথঃ শ্রীরূপানুগ ইহ ভবন্ গোকুলবনে

জনো রাধাকৃষ্ণাতুলভজনরত্নং স লভতে ॥ ১২ ॥

ইতি–শ্রীমনঃশিক্ষ্যাখ্যমেকাদশকং সম্পূর্ণম্।

যিনি মনশিক্ষাপ্রদ এই একাদশ শ্লোকের যাবতীয় অর্থ সম্যক্ অবগত হইয়া মধুর বচনে ইহা উচ্চৈঃস্বরে কীর্তন করেন, তিনি শ্রীসনাতন গোস্বামীর-শ্রীগোপালভট্ট-শ্রীরঘুনাথভট্ট গোস্বামীদ্বয় ও শ্রীজীব গোস্বামী প্রমুখ যূথের সহিত বর্তমান শ্রীরূপ গোস্বামীর অনুগত হইয়া এবং শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরাধাকৃষ্ণের অনুপম ভজনরত্ন লাভ করেন ॥ **১২** ॥

অর্থকে অনর্থ’ জান　　　　পরমার্থ দিব্যজ্ঞান

হৃদয়ে ভাবহ একবার।

দারা, পুত্র, বন্ধুজন　　　　কেহ নহে নিজ জন

মরণেতে কেহ নহে কার ॥

তোমার মরণ হলে　　　　দেহটি ভাসায়ে জলে

সবে যাবে গৃহে আপনার।

তবে কেন মিথ্যা আশা বিষয়-জল-পিপাসা

যদি কেহ নাহি হৈল কার ॥

যদি বল, লভি সুখ জীবনে না পাই দুঃখ

অতএব অর্থ চেষ্টা করি।

সেই মিথ্যা কথা রায় জীবন অনিত্য হায়

নাহি রহে শতবর্ষোপরি ॥

অতএব জান সার যেতে হবে মায়াপার

যথা সুখে দুঃখ নাহি হয়।

কিসে বা সাধিব বল সেই ত অপূর্ব ফল

যাহে নাহি শোক, দুঃখ ভয় ॥

কেবল বৈরাগ্য করি' তাহা না পাইতে পারি

কেবল জ্ঞানেতে তাহা নাই।

বৈরাগ্য জ্ঞানের বলে বিষয়-বন্ধন গলে

জীবের কৈবল্য হয় ভাই ॥

কৈবল্যে আনন্দ নাই 'সর্বনাশ' বলি তাই

কৈবল্যের নিতান্ত ধিক্কার।

এদিকে বিষয় গেল শ্রেষ্ঠ কিছু না মিলিল

কৈবল্যের করহ বিচার ॥

অতএব জ্ঞানিজন ভুক্তি-মুক্তি নাহি ল'ন

কৃষ্ণভক্তি করেন সাধন।

বিষয়েতে অনাসক্তি কৃষ্ণপদে অনুরক্তি

সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন ॥

জীব সে কৃষ্ণের দাস ভক্তি বিনা সর্বনাশ

ভক্তিবৃক্ষে ফলে প্রেমফল।

সেই ফল প্রয়োজন কৃষ্ণপ্রেম নিত্যধন

ভুক্তি মুক্তি তুচ্ছ সে সকল ॥

কৃষ্ণ—চিদানন্দ-রবি মায়া—তাঁর ছায়া-ছবি

জীব—তাঁর কিরণাণুকণ।

তটস্থ ধর্মের বসে জীব যদি মায়া স্পর্শে

মায়া তারে করয়ে বন্ধন ॥

কৃষ্ণ বহির্মুখ যেই মায়া-স্পর্শি-জীব সেই

মায়াস্পর্শে কর্ম-সঙ্গ পায়।

মায়াজালে ভ্রমি' মরে কর্ম-জ্ঞানে নাহি তরে

কষ্টনাশ মন্ত্রণা করায় ॥

কভু কর্ম আচরয় অষ্টাঙ্গাদি যোগময়

কভু ব্রহ্মজ্ঞান আলোচন।

কভু কভু তর্ক করে অবশেষে নাহি তরে

নাহি মানে আত্ম-তত্ত্ব ধন ॥

ভ্রমিতে ভ্রমিতে যবে ভক্তজন-সঙ্গ হবে

তবে শ্রদ্ধা লভিবে নির্মল।

সাধু-সঙ্গে কৃষ্ণ ভজি' হৃদয়-অনর্থ ত্যজি

নিষ্ঠা লাভ করে সুবিমল ॥

ভজিতে ভজিতে তবে সেই নিষ্ঠা রুচি হবে

ক্রমে রুচি হইবে 'আসক্তি'।

আসক্তি হইতে ভাব’ তাহে হবে ‘প্রেম’লাভ-

এই ক্রমে হয় শুদ্ধভক্তি ॥

শ্রবণ, কীর্তন, মতি, সেবা, কৃষ্ণার্চন, নতি,

দাস্য, সখ্য, আত্মনিবেদন।

নবধা সাধন এই ভক্তসঙ্গে করে যেই

সেই লভে কৃষ্ণপ্রেমধন ॥ ১২ ॥